Educational Tour.....

PURI

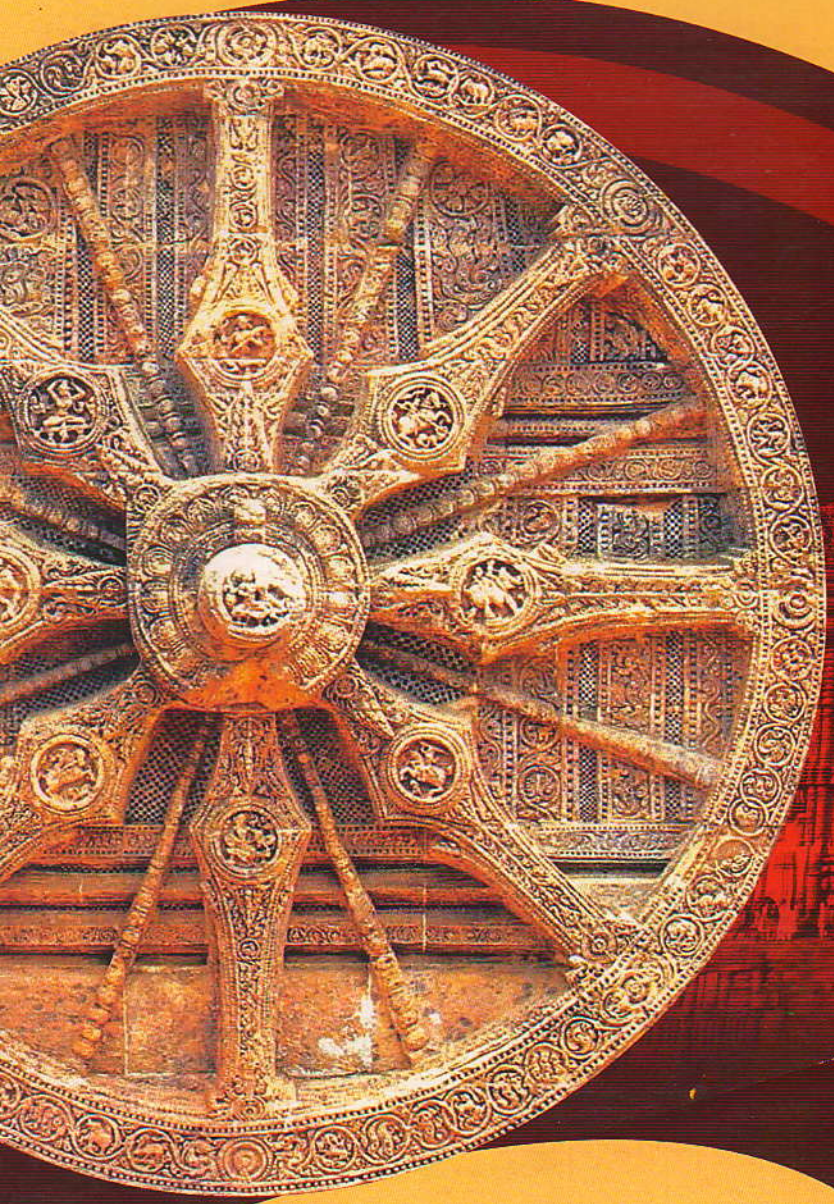

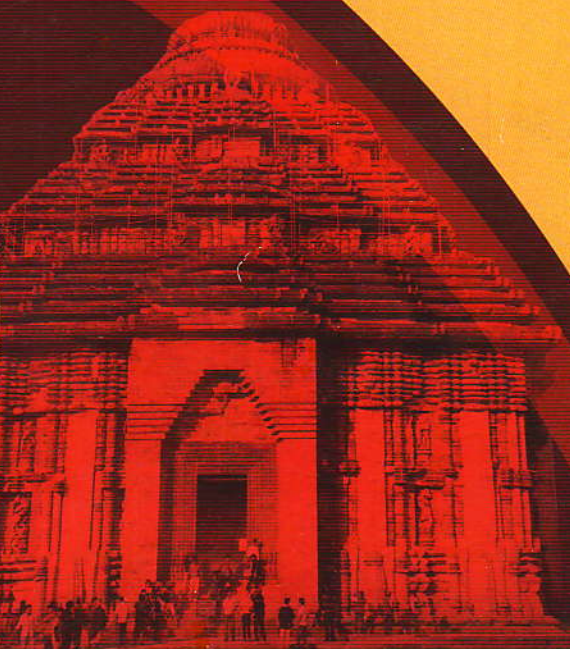

Organised by :

Bhagabati Devi Primary Teachers' Training Institute

Khakurda | Paschim Medinipur

অনুসন্ধিৎসার শাশ্বত চিত্তবৃত্তি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য নিয়েই শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের আয়োজন করা হয়। স্মৃতির সূত্র গুলোকে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না ফেলার উদ্যোগেই এই পুরী ভ্রমনের চিত্রসহ সৌন্দর্য্যকে ধরে রাখার শৌল্পিক প্রয়াস। জীবনের অনিন্দ্যসুন্দর মুহুর্ত্ত হিসেবে সজীব থাকুক এই অভিজ্ঞতা।

ধন্যবাদান্তে-
কার্ত্তিক চন্দ্র আচার্য্য

ভগবতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থা প্রতি বছরের মতো এই বছরেও শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ভ্রমনের আয়োজন করেছিল। ভ্রমনের অভিজ্ঞতাকে চিত্র সহ ধরে রাখার এই ফিরে দেখার প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। শিক্ষার্থীদের মনে অনন্য মাধুর্যের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আশা করি।

শুভেচ্ছান্তে-
ঊষা মিশ্র

প্রতিবছর শিক্ষামূলক ভ্রমনের সময় চিন্তা হয় কোথায় যাবে, কেমন যাবে এবং সব ভালোয় শেষ হবে কিনা। যাই হোক এবারের ভ্রমনের সেই চিন্তা দূর হয়েছে এবং ভালোয় ভালোয় মিটেছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকর্মীরা এই ভ্রমনকে একটি শুশৃঙ্খল ভ্রমনে আখ্যায়িত করেছেন। শুনে ভালো লেগেছে। এর কৃতিত্ব শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মী সবার ।

ভ্রমনোত্তর উদ্যোগে ছবি কথায় গাঁথা এই পুস্তক প্রকাশিত হবে জেনে খুশি হলাম। কিছু টুকরো ঘটনা, কথা, ছবি সহ এই সঞ্চয় ভবিষ্যতে ফেলে আসা কিছু সময়ের পুনরুদ্রেক ঘটাবে। খারাপ লাগা গুলো উঠে গিয়ে ভালো গুলো অনুভূত হোক এই প্রত্যাশা করি।

ধন্যবাদান্তে-
ড. সিদ্ধার্থ শংকর মিশ্র

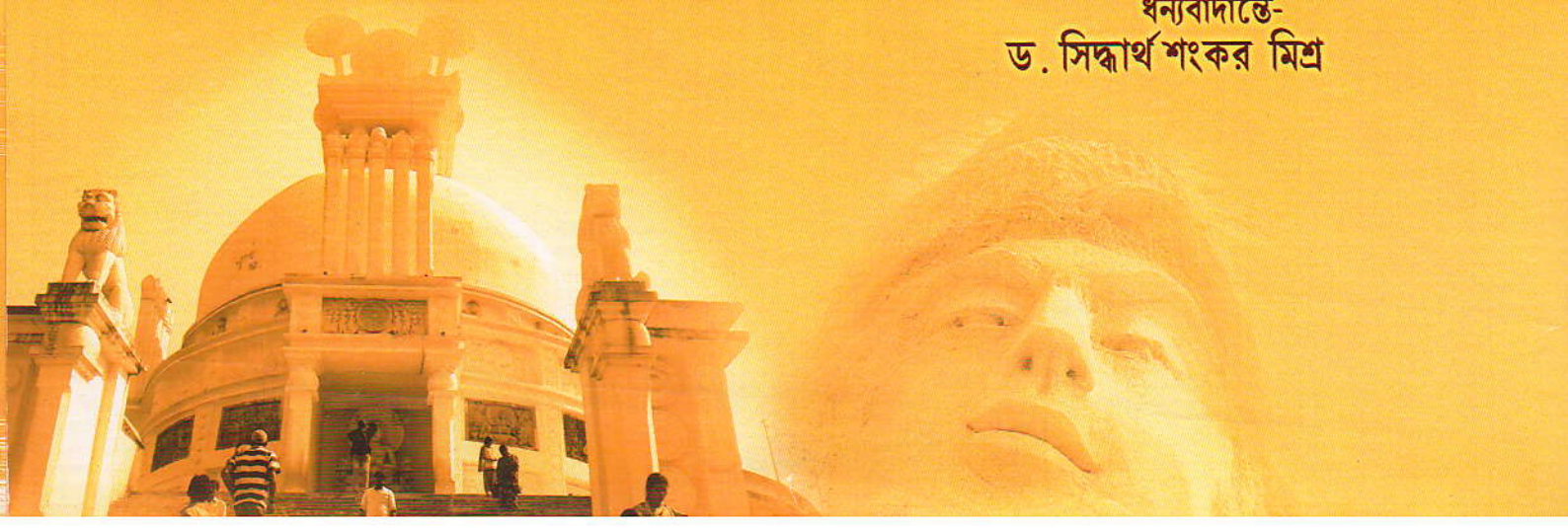

Library
(D.El.Ed. & B.Ed)
Bhagabanpur Institute
Paschim Medinipur

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

'বিপুলা এই পৃথ্বীর কতটুকু জানি' - এই প্রতিধ্বনির অনুরণন মনকে নিয়ে যেতে চায় যখন অচিন দেশে, তখন এই রকম কি ভাবে সৃষ্টি, এর পর কি হতে পারে এই ভাবনারা প্রদেশের প্রত্যক্ষ উত্তর অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অঙ্গ মুক্ত এবং সাক্ষরতা ভিত্তিক পাঠ গ্রহণ করতে ছুটলো পাঠক মন ধ্বনি তোলে 'থাকবো না কেউ বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগৎ টাকে।'

এই ধ্বনির উদ্ভাস নিয়মনে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভোরতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা) থেকে প্রতি বছর ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। এই বছর প্রতিষ্ঠান থেকে পুরী, ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি খণ্ডগিরি, নন্দন কানন, কোনারক, চন্দ্রভাগা প্রভৃতিস্থান যাওয়া হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষার্থী মিলে উক্ত স্থানগুলিতে ভ্রমণের জন্য যাত্রা শুরু করা হয়, প্রথমেই আমরা থেকে প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ মহাশয়' র সহযোগিতায় যাওয়ার প্রস্তুতি পর্ব চলছিল। 10th Nov - সকলে মিলে যাত্রা শুরু করা হল। যাওয়া হল বাসে। বাস চলল রাতের অন্ধকারে ও কুয়াশার মধ্য দিয়ে। 20th Nov ভোর বাস পৌঁছালো পুরীতে। সেখান থেকে Auto তে করে আসা হয় থাকার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে। পুরীর মন্দিরে পূজো দিতে গিয়ে আনাগোনা চৈতন্য দেবের কীর্তনী সঙ্গতে অনেকগুলো না তথ্য, সমুদ্রের উপলব্ধি সকলের ক্লান্তি দূর করে উদ্ভল করে তুলল সকলকে। দিগন্তের দিকে তাকাতে মনে হল আকাশ ও সমুদ্র একাকীভূত। চন্দ্রভাগা, কোনারকের সূর্য মন্দির, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, নন্দন কানন প্রভৃতি স্থানে গিয়ে প্রকৃতির অপূর্ব সেজে, পাথর দিয়ে নির্মিত স্থাপত্য শিল্পের কারুকার্য সকলকে এনে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জিত হল। 21st Nov ভোরে .....
মন নিয়ে যাত্রা পথের স্মৃতি রোমন্থন জুড়োতে জুড়োতে 22nd Nov প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসা হল।
আবার নতুন এক ধ্বনি মনে অনুরণন তুলল —

"বাহির হলেম বলে কেউ নাই মনে,
যাত্রা আমার চলার পথে এই পথেরই বাঁকে বাঁকে,
নূতন হলো প্রতি ক্ষণে ক্ষণে"॥

ঊর্মিলা কোরি
অধ্যাপিকা (বাংলা বিভাগ)
ভোরতী দেবী প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা

ভ্রমণ

ভ্রমণ মানে ঘুরে আসা
ভ্রমণ মানে আনন্দ উৎসুকতা,
ভ্রমণ মানে খাওয়া দাওয়া
ভ্রমণ মানে আমিষে কোলাকোলি,
ভ্রমণ মানে তাপুর তাপুর ছোঁয়া
মা, বাবা অথবা বন্ধুদের নিয়ে,
ভ্রমণ মানে সাগর পাহাড় ঘোরা,
ভ্রমণ মানে নানা রাষ্ট্রের নানান জীবন্ত দেখা,
ভ্রমণ মানে নানা মন্দির দেখা
সেই মন্দিরে প্রবেশ করে মানুষের মনের আশা,
ভ্রমণ মানে সমুদ্র স্নান করা
ভ্রমণ মানে সূর্য ওঠা দেখা,
ভ্রমণ মানে নানা মানুষের আলাপন
ভ্রমণ মানে নানা ভাষা শেখা,
এই সবই - আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ॥

Mithu Dalai
Roll - 17 Part - II

একই দিনে বাঁধা থাকে মন আনচান করে ওঠে, মনের মাঝে উঁকি মারে হারিয়ে যেতে উল্লাসে মনের কথা ভেবে আমরা মনের বেদনা নিবৃত্ত করার জন্য ১৯ শে অক্টোবর আমাদের পরিবারকে নিয়ে চলে প্রফুল্ল। আর প্রফুল্ল পা দিতে মন গুলি অন্য জগতে হারিয়ে যায়। উল্লাসে মেতে ওঠে নিত্য নতুন সংগীতে, রাত বাড়ে প্রফুল্ল এগিয়ে চলে, ভোরে আমাদের বীচ বেলেলে পৌঁছে দেয়, তারপর মন, শরীর শুদ্ধ করে - যাই কিছু কিছু জেবান জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে দর্শন করে আমরা ছুটে যাই সুস্থিকর সমুদ্র জলে আর ওখানে মেতে মন উল্লাসের ঢেউ ওঠে, সমুদ্রে ঢেউয়ের সাথে সাথে মিশে যায়। পরের দিন সকালে আমাদের প্রফুল্ল নিয়ে যায় সূর্যের উদয় দেখাতে। তার সাথে দর্শন করি সূর্য মন্দির। আবার এগিয়ে চলি বিমল গিরি, উদয় গিরি বিভিন্ন মন স্বপ্ন পূরণ করে। আমরা বিজ্ঞানের কৌশলে সমস্ত বন্য পশু পাখিদের দেখি নন্দন কাননে। সন্ধ্যের সময় প্রফুল্লের ওপর অত্যাচার শুরু করি। কিছুক্ষণ চুটিয়ে মজা নিয়ে রাতের আহার শেষ করে প্রফুল্ল আবার ভোরের আশায় ফিরিয়ে আনে পরের দিন ভোরে ॥

প্রশান্ত রায়
দ্বিতীয় বর্ষ
ক্রমিক সংখ্যা - ৩২

"ইচ্ছাসুখকে করিনা ভ্রমণ, চিত্ত পাথেয় নাস্তি ...
পায়ে চিত্রেলি, মন উড়ু উড়ু শক্তি দেবের শান্তি"
-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভ্রমণ To পুরি

উনিশ তারিখ সন্ধ্যাবেলা প্রফুল্লবাবুর শুরু হল পুরি যাত্রা সবাই মিলেমিশে গাইতে গাইতে বাসে উঠলাম উত্তেজনার মাঝে পৌঁছে গেলাম Beach Bengal রাতের ভোরেতে, সবেমাত্র সূর্যোদয় হয়নি সমুদ্রের পুরিবিনা সে যে অদ্ভুত ভালোলাগা জিনিস তার নাম, সানভাতে পুরিভোগ কাটল দুপুরবেলা সবার শুরু সমুদ্রবিজয়ে ঢেউ ভাঙার পালা, সন্ধেবেলা চন্দ্রভাগার সূর্যাস্ত দেখা আমরা হল কারুকে পুরি খেতে যেতে লিংগিরি দেখার সাথে লেগেছে গণ্ডগোলের পথে সাথি আমি হার হল ইচ্ছে করে সবজান্তাদের জন্যে প্রবাহ মানুষগুলোর কাছে পাড়াগুলো তার পরিষ্কার চলে যাবো বেলা ॥

পুরীর মেলা

— সুমন কুইলা

একাকী একাকী কোথায় তোর ঠাঁই?
২০১৩ তে খুঁজে পেলাম নাই,
২০১৪ তে ঘুরতে গেল গেলাম তাই।
২২ শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৭-টায়
প্রফুল্লে চেপে আনন্দ করতে যাই।
পুরী পুরী পুরী করে পৌঁছে গেলাম সেই
সমুদ্রে স্নান করতে গেলে
প্যারের বন্যায় যাই।
বালি খেলার নাম করে,
স্নান হয়ে যায়,
প্যার বলে জল থেকে উঠে আয়,
না উঠলে সারা পেটে ঢাই।
জগন্নাথকে দেখতে গেলাম ভিড়ের সর্ব দিকে,
সকলের পেট ভরল ভিড়ের মেলা খেয়ে।
পশুদের দৌড়ানিতে ভরে গেছে পুরী,
মনে মনে বলি পুরী ঘুরা ভুলি।
উদয়গিরি খণ্ডগিরি বাঁদরে ঘেরি করি,
চুতিয়া সবের নিরামিষ খাওয়া কি ভুলি।

অভিজ্ঞতার একটি কোন

পুরীর সমুদ্র উথলে ঢেউয়ে,
আর সমুদ্রের তীরে শঙ্খ হাওয়া,
এত বাধার সূত্র ধরে-
পৌঁছালাম মোরা সমুদ্রের তীরে,
সমুদ্রের ঢেউয়ে মনমন আত্মহারা,
আনন্দের মোহে গেলাম হারিয়ে,
পরের দিন পৌঁছালাম কোনারক মন্দিরে
অনেক অভিজ্ঞতা ধরে রাখলাম স্মৃতির
অন্তরালে।
ধবলগিরি দেখে, ভাবি মনে মনে
এত সৌন্দর্যতা, এত উদারতা ছিল এক কোনে!
উদয় গিরি, খণ্ডগিরির পথ পেরোতে গিয়ে
শ্বাসের কষ্ট ছিল দেখা, গেলাম ক্লান্ত হয়ে,
নন্দন কানন দেখতে গিয়ে হারিয়ে গেলাম
বিচিত্র অরণ্যে,
সবশেষে হুয়া মঠে,
চড়লাম মোরা প্রফুল্ল রথে।

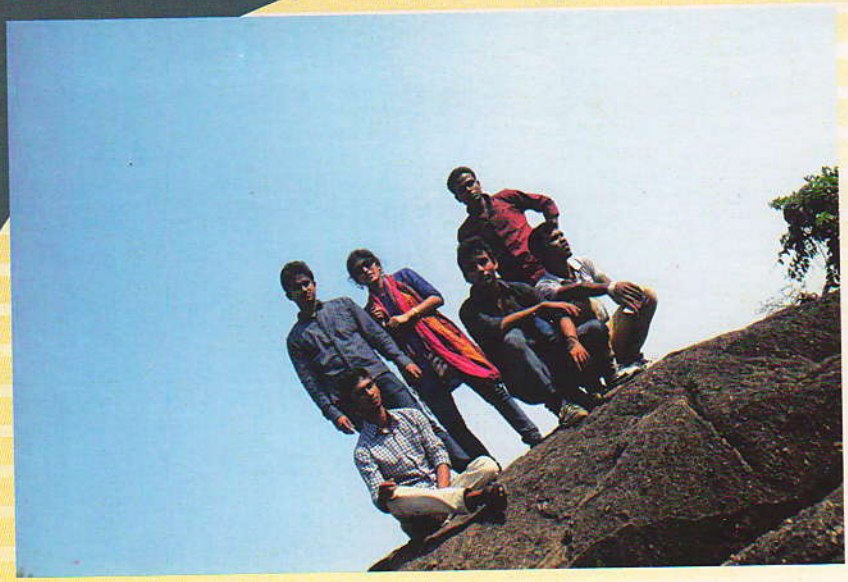

[illegible]

Sanjoy Sir
25/11/17

: বন্ধুরা মিলে :

বাবা মায়ের আদর ছাড়িয়ে
এই প্রথম বেড়াতে গেলাম সব বন্ধুরা মিলে,
সব কিছুর বাঁধা পেরিয়ে আনন্দ মেলার ভিড়ে,
হারিয়ে গেলাম এই প্রথম অজানা প্রকৃতিতে,
সমুদ্র স্নান করা মন মন হাজ্যা খুনে
মনে হত যেন, কিছুক পায়ে হেঁটে যাওয়া
রবি ঠাকুরের সাঁওতাল মেয়ে,
জগন্নাথের লীলা ছড়িত তীর্থ ধাম পুরী,
বালি, জল, ঝিনুক মিলে হয়ে গেছে মহাতরী,
চন্দ্রভাগার সমুদ্রতীরে সূর্য ওঠা লাল আলো,
নতুন করে সকালবেলা সূর্যি মামা হলো,
অপরূপ সৌন্দর্য খচিত তিন গিরির রূপ
সাথে নন্দন কানন আহা যেকি অপরূপ,
[illegible] ছুটিয়া মঠে সন্ধ্যা কাটালো,
বন্ধুরা মিলে আড্ডা,
ব্রোঞ্জের কাজ, মন্দিরে প্রতিমা বন্ধুনি
আর হাসি ঠাট্টা,
সব শেষে রেখে দুঃখী মনে জেগে গাড়িতে চলে বসা,
জনমানবহীন রাস্তাতে নিঃশব্দে
শুধু আমাদের মিলে আসা।

Tumpa Routh
Roll – 34
Part – II

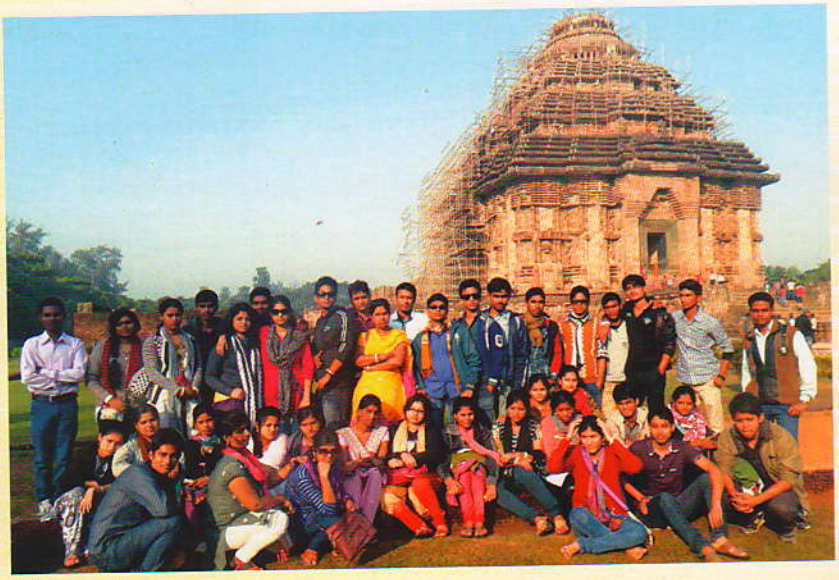

তরঙ্গ উচ্ছাসে শিক্ষার্থী

জলক্রীড়া

বিশ্রামের এক মূহুর্ত

স্মৃতি সংগ্রহে

খণ্ডগিরি পথে

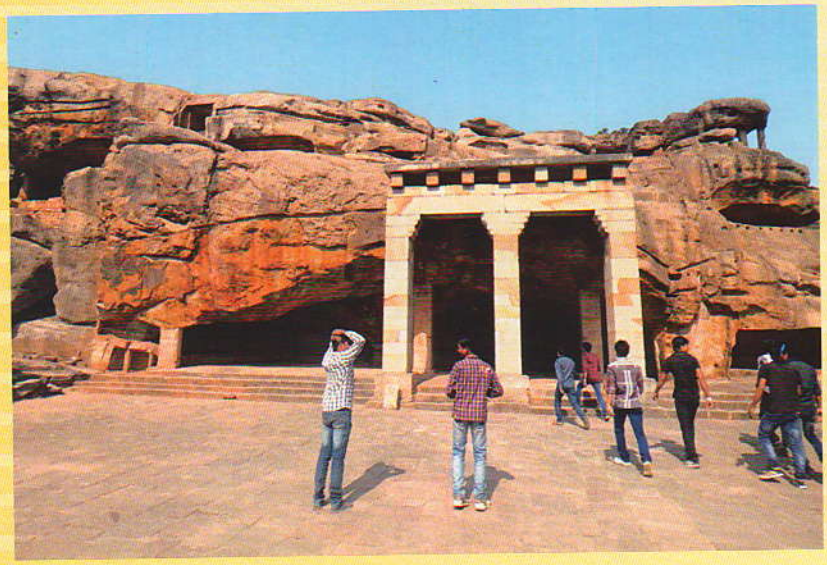

খণ্ডগিরি

সান্ধ্যসমুদ্রের সন্ধানে

শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী

হোটেল বিচ্ বেঙ্গল

ছতিয়া মঠে সান্ধ্যকালীন আড্ডা

হোটেল বীচ্ বেঙ্গল, পুরী

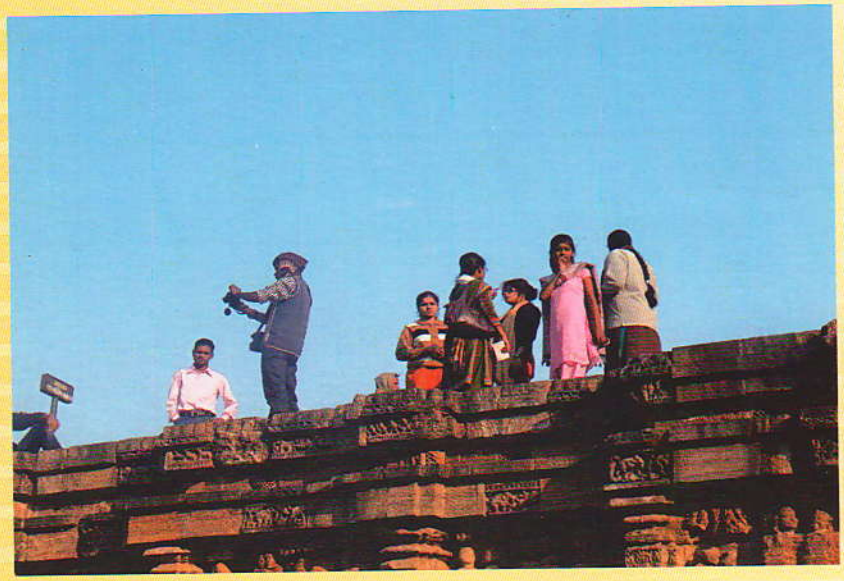

কোনারক

পুরীর ঐতিহ্য

বেলাভূমিতে

সবাই একসাথে

উদয়গিরিতে সনৎ বাবু

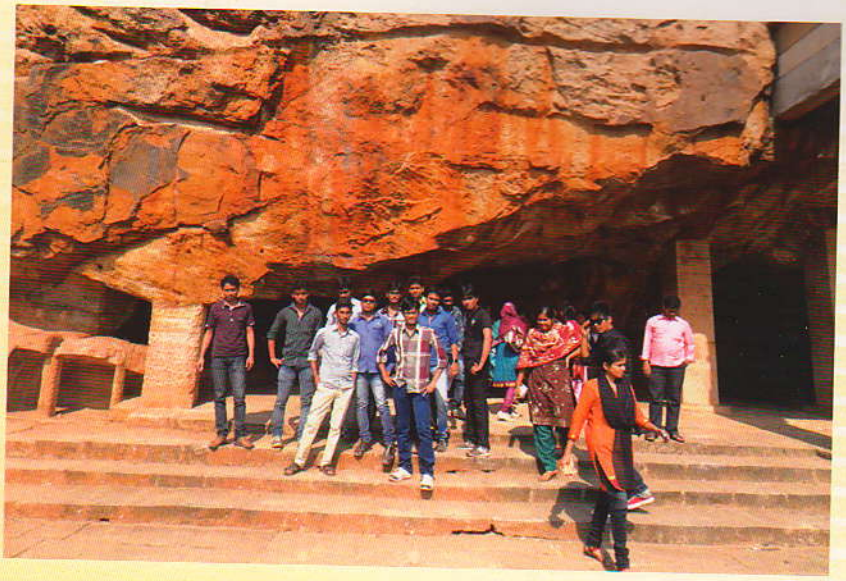

খণ্ডগিরিতে সবাই একসাথে

হোটেল বিচ্ বেঙ্গলের সামনে

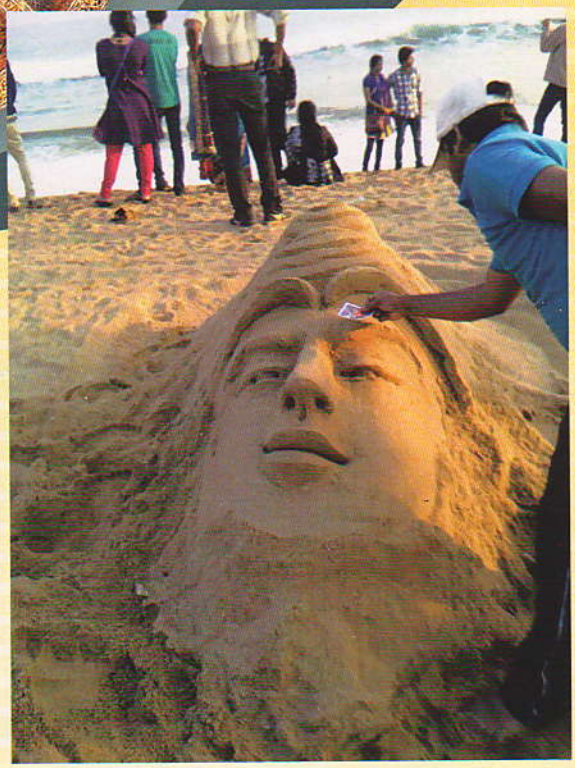

সমুদ্রতটে বালুভাস্কর্য্য, পুরী

শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী

কোনারক

সমুদ্রতটে

সমুদ্রতটে

খণ্ডগিরি প্রবেশ পথ

পুরী ভ্রমণ

ছুটিনির তারিখ রাতে সবাই মিলে গেলাম পুরী
পৌঁছে গিয়ে দেখলাম ঘর নেই পুরি।
তিন তারিখ সকাল সাতটায় হয়ে সবাই রেডি
আটটার সময় সবাই পৌঁছালাম কণারক সূর্যমন্দির,
দুপুরবেলা সবাই মিলে বেড়ালাম পুরিতেন,
গাড়, মাছ, সবজি, পাঁপড়, মিষ্টি খেলাম [illegible],
বিকেলবেলা সবাই মিলে গেলাম সমুদ্রের পারে
Shopping করে রাতে সবাই ফিরলাম Beach Bengal ঘর ভরে
পঁচুশ তারিখ চন্দ্রভাগায় সূর্যোদয় দেখার পরে
পৌঁছে গেলাম কোনারকের সূর্য মন্দিরে।
তিন গিয়ে দেখার আলো পুরনের পরে
এসে পড়লাম নন্দন কানন Zoological পার্কে,
শেষ রাতে ট্রাভিয়া মঠে নিরামিষ খেয়ে
ভোর সকালে বাড়ি ফিরলাম জিনিস পত্র নিয়ে।

Moumita De (Zana)
Roll No - 15 Part - II

—ঃ নৈসর্গিক ঃ—

সবুজ শ্যামল বৃক্ষের আন্দোলিত হাওয়া,
দিগন্ত মাঠের প্রান্তে অন্তর্দৃষ্টিতে তাকানো,
নরম ঘাসের কচি পাতার কেশে ওঠা
অগণিত মানুষের মাড়ানো পায়ের পাতায়,
দিবসে সূর্যের অবিরত আলো দেওয়া।
মানুষের কাজকর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া,
পাখির মধুর স্বরে মানুষদের জাগায়
এক ফোঁটা জলে মানুষের জীবন দেওয়া,
নানা ফুলের প্রস্ফুটিত এলোমেলো শোভায়
প্রকৃতির যেন অপরূপ মিলনমেলায়॥

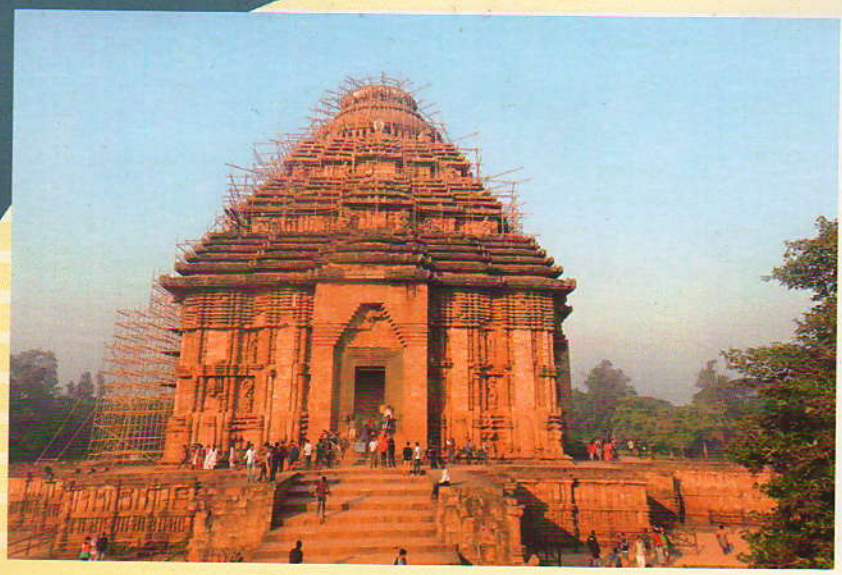

সূর্যোদয়

উষা লগ্নে সূর্যের উদয় হওয়ার আশায় বার্তায়
চারিদিকে সাদা কুয়াশাবৃত পরিবেশে যাওয়া,
শান্ত স্নিগ্ধ রোদের কোমল স্পর্শের ছোঁয়ায়
অগাধ সাগরের মধ্য থেকে সূর্যের রক্তিম আভায়,
যেন লাল রঙের আচ্ছাদিত রোমাঞ্চিত দৃশ্য দেখায়
অসংখ্য জনগণের লক্ষ্যশূন্য তাকানোর অপেক্ষায়
শুধুমাত্র প্রস্ফুটিত সূর্যের কিরণ দেখার জন্য ॥

পুরি বীচ দর্শন

পুরি পুরি পুরি
বলে করছিল সবাই নাম
উনিশ তারিখে সবাই মিলে
গেলাম চন্দ্র সেই ধাম,
বিশ তারিখের ভোর বেলায়
পৌঁছোলাম বিচ বেঙ্গলে,
হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি করে
স্নাতলাম সব ঠাকুর দর্শনে,
দুপুর বেলায় খেতলাম সবাই
ভাত আর মাছের কারিতে
সন্ধ্যে বেলায় বেগুনি মুড়ি,
রাত্রে বেলায় ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেনেতে।
একদিন তারিখে দেখতে গেলাম
চন্দ্রভাগার সূর্যোদয়ের রূপ
আর দেখলাম কোনারকের মন্দির
অপরূপ॥
নন্দনকানন ঘুরে শেষে উঠে গেলাম বাসে
রাত্রি কাটিয়ে সকালে ফিরে গেলাম
আবতীর ক্যাম্পাসে॥

অর্পিতা নন্দী
দ্বিতীয় বর্ষ

সেদিন সমুদ্র সৈকতে

সমুদ্রের অনন্ত নীল জলরাশির দৃশ্যে
পথ চলতে চলতে আমি গেলাম হারিয়ে,
যেখানে আঁকাবাঁকা নৃত্যমান ঢেউ এর জলোচ্ছ্বাসে
স্বপ্নের মধ্যে মাতানো মন নিয়ে,
রৌদ্রতপ্ত কমলনরত হালকা ঠেণ্ডা শরীরে
পায়ের পাতায় লতার মধ্যে জড়িয়ে থাকা বালির স্পর্শ নিয়ে,
বিকেলে বাতাসের সনসন শব্দে
উপকূলে বসে থাকার অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে,
দেশ বিদেশ থেকে আগত বহু বিচিত্র জনগণের সমারোহে
এরই মধ্যে নানান রঙ বেরঙের ছবি চোখে নিয়ে
একরাশ আনন্দের অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এলাম॥

আনন্দ পুরী
আনন্দ ভ্রমন

ভ্রমন শুরু ১৭ তারিখ গেলাম আনন্দেতে,
পৌঁছে গেলাম ২০ তারিখ পুরীর মন্দিরেতে।
মন্দিরেতে যখন ঢুকে দেখি লোকজনের ভিড়,
তার সাথে ছিল প্রচুর হনুমান বীর।
ঢুকে দেখি মন্দিরে অনেক ঠাকুর ওনারে,
তারপর গেলাম অন্য হোটেল বেঙ্গলের কাছে।
২১ তারিখ হল দেখা সূর্যমন্দির আর চিলিকাকে,
মনে হল সেখানেই শুধু সারাদিন খুরি।
পরে যখন দেখতে গেলাম নন্দন কানন,
পশু, পাখি অবশ্য হল একসাথে মিলন।
পরেতে যখন গাড়িতে উঠি নিয়ে নিরানন্দ,
২২ তারিখ গেলাম নিজে তাই কিনি-পাকি ও বন্ধ।

রিমা রায় Part - II

১৭ ই নভেম্বর রাত তখন ৮ টা
শুরু অভ্যুত্থার মধ্যে শুরু হল যাত্রা
তিন দিনের ভ্রমনে ছিলাম মহানন্দে
বন্ধু বান্ধব অনুপস্থিতিতে একটু ছিলাম দুঃখে
৩৩ কিমির মধ্যে শুরু হল যাত্রা
আনন্দে ভরে উঠল ভ্রমনের বাসটা
অপ্সরা ছুটছে মাঠ নিয়ে
মনে অনেক আশা, পরের দিন
ভোর পাঁচটায় হোটেল বীচে পৌঁছে আসা
যাত্রা শেষে এবার এখন
প্রভাত স্নান সেরে
রঙ বেরঙের পোশাক পরে মন্দিরের দ্বারে
মন্দিরেতে দেখলাম কত এত পুরোহিত
দর্শনার্থীর পকেট কেটে বানিয়েছে শরীর
জগন্নাথকে দেখে সবাই ফিরলাম অন্তরে
খেললাম বল, করলাম স্নান গাঙ্গাল অম্বুদ মিলনে,
এবার ভোজন শেষে
ঘুরলাম একে অপরের হাত ধরে,
রাত কাটল বীচ কেঁপলে
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের অম্বুদ মিলনে
সবুজ নীল আকাশে ঘুরলাম তোমারকে
আঠারনালা থেকে শ্রীঙ্গালাম অবলোকিত বৌদ্ধ মন্দিরে
ঈশানগিরি, চন্দ্রগিরি ঘুরলাম কত
দুচক্ষে আমার সেতে নয়ন কাননে রত
ট্রেন, গাড়ি, রকেল কেঁপল আরও কত কই
সঙ্গে ছিল অনেক পাখি, ছিল সাপ ও ঘুমরে.
ফেরার পথে ছুটিয়া মন, এমন হল বিলিন.

Subrata Bhunia,

Thank you

অজানা তুমি

স্বপ্ন দেখে মন কেন তোমায় খোঁজে
অজানা প্রেম কেন রয়েছে তোমার মাঝে
তাইতো তোমায় নিয়ে এত স্বপ্ন দেখি
তুমি আমায় কোনোদিন আপন করে নেবে না কি
অজানা স্বপ্নে পড়েছি যে তোমায়
স্বপ্ন দেখে না কি তুমি নিয়ে আমায়
স্বপ্নের অদূরে হাত বাড়াই তোমার কাছে
তাইতো তোমায় নিয়ে মন আনন্দে নাচে
দেখি নি তো তোমায় তবু রয়েছো আমার কাছে
তুমি যে আমারি হবে এ বিশ্বাস আমার আছে
স্বপ্নে মন শুধু তোমায় নিয়ে মেতে
এজন্য আমার পরান সদা কুলিয়াতে
একদিন তুমি আমায় ধরা দেবে
সেদিন শুধু তুমি আমারই হবে
আজ বলি শুধুই তোমারই তোমারই চাই
তাইতো স্বপ্নে শুধু তোমাকেই খুঁজে পাই
প্রেমের ডালিই শুধু তোমাকেই করেছি বলি
তাই সবের মাঝে প্রেমের ফুল পেতে রাখিরাখি

প্রশান্ত রায়
দ্বিতীয় বর্ষ
ক্রমিক সংখ্যা-৩২

ভ্রমণ মন — সৌরভ কুমার দাস

অনেক ভালো লাগা ছিল আমাদের ভ্রমণে
তার মধ্যে কিছু খারাপ থেকে গেল মনে
ধর্মের দোহাই দিয়ে যাঁরা করছে বিভেদ মানুষে-মানুষে,
মানুষ হিসেবে খুব সেই ভাবে এই ভেদ-মনোভাবে
এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম পুরীর মন্দিরে ॥
যাক! সব কিছুর উপরে ছিল আমাদের আনন্দ
শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হয়নি আমাদের কেউ ক্লান্ত
পুরী মন্দির থেকে সমুদ্রতটে শুরু দৌড়া-দৌড়ি
ওয়ার ম্যাডাম-এর মানা শুনছে কে বা কারা।
সমুদ্রের জলে ঝাঁপ, সবাই দিলো হারা
রাত্রি কাটল খেলে বীচ খেলে,
সূর্যোদয় দেখলাম চন্দ্রভাগাতে,
সূর্য তখন অনেক উপরে গেলাম লোকনাথে
উদয়গিরি, খণ্ডগিরি বাদ পড়েনি ছুটে
খাওয়া দাওয়া করে গেলাম কানন নন্দনে
বাঘ, জিরাফ, সাপ-খোপ দেখলাম খানিক ক্ষণ,
হাতিরা মঠে কাটালাম সময় কিছুক্ষণ
তারপর বাড়ির পথে রওনা দিলাম তখন ॥

শিক্ষার একটি অঙ্গ হল শিক্ষামূলক ভ্রমণ। দীর্ঘদিনের অবসাদ কাটিয়ে ক্ষণিকের আনন্দ পেতে এই যাত্রা। আহা! কি সুন্দর বাহার, মনে পড়ে গেল প্রথম দেখা সেই মেয়েটির কথা, আজও মনে পড়ে, ক্ষণিকের দেখা, আলাপ আর একটুখানি মাখামাখি।

অতঃপর— আলো-অন্ধকার ভোরে, ধীরে ধীরে সূর্যোদয়ে, কুয়াশাময় সকাল, একটুখানি হালকা শীত আর চা-এর চুমুকে মুহূর্তটা ধরিয়ে এল।

অন্ধকারাচ্ছন্ন দেবালয়ে শ্রীমূর্তি যখন দর্শন করিলাম, তখন আমার প্রাণের ভাব পুণ্যের ছোঁয়া উদিত হল।

কোনারকের সূর্য মন্দিরে যখন দৃষ্টিপাত করিলাম, তৎক্ষণাৎ মন্দিরের গায়ে জন্ম-নগ্ন ভাস্কর্যগুলি আমার আবেগ-প্রবণ পুলকিত হৃদয়কে শিহরিত করল।

ধবলগিরি, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ও নন্দন কাননের অপরূপ রূপ আমাকে আপ্লুত করল॥
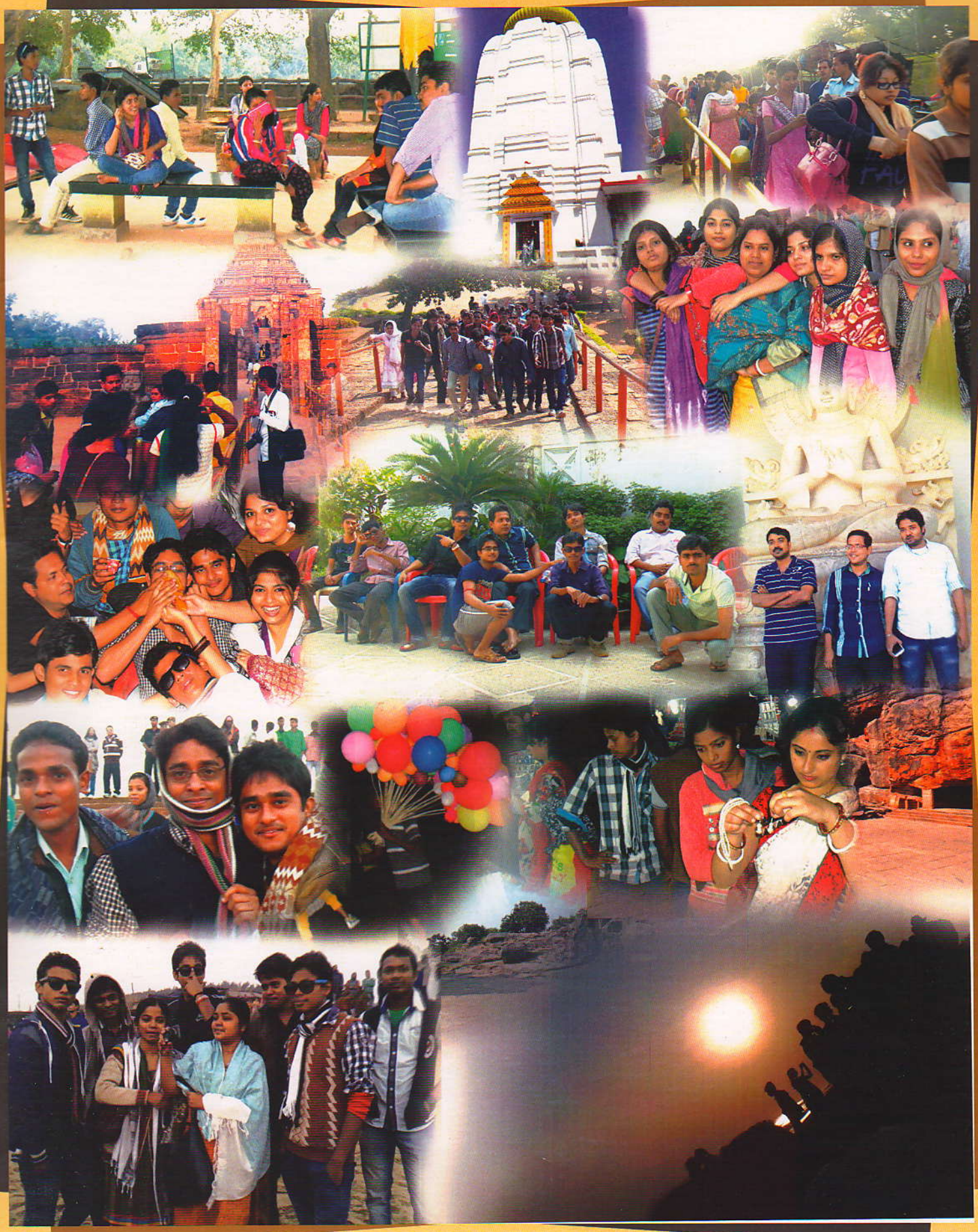
জয়েন্ত কান্তি বর্মন॥